

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিষয়ভিত্তিক

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: স্বাস্থ্য সুরক্ষা | ৮ম শ্রেণি



অভিজ্ঞতাভিত্তিক  
শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন  
মূল্যায়ন

একীভূত



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

ভূমিকা	৩
২০২৪ সালে অষ্টম শ্রেণির শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়	৪
<b>পরিশিষ্ট -১</b>	
অষ্টম শ্রেণির শিখনযোগ্যতা সমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক / Performance Indicator (PI)	৭
<b>পরিশিষ্ট -২</b>	
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্যের বুরিঞ্জ	১২
<b>পরিশিষ্ট – ৩</b>	
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক	২০
<b>পরিশিষ্ট – ৪</b>	
সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট	২১
<b>পরিশিষ্ট – ৫</b>	
আচরণিক নির্দেশকের ফরম্যাট	২৫

## ভূমিকা

### সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এর আলোকে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের শিখনকালীন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। তারপরেও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সে সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

### মূল্যায়ন করতে যেয়ে যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে

১. নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয় বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান—জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে তার পারদর্শিতা বিবেচনা করে শ্রেণিভিত্তিক নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো কোন কোন মাত্রায় অর্জন করতে পারছে তার মূল্যায়ন করা হবে।
২. শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজ এবং আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন চালিয়ে যাবেন। প্রতিটি অভিজ্ঞতা শেষে পারদর্শিতার নির্দেশক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করবেন।
৩. নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।
৪. শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী একটি অভিজ্ঞতা চলাকালীন শিক্ষার্থীদের যে সকল কাজের নির্দেশনা দেওয়া আছে শুধুমাত্র ওই কাজগুলোকেই মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনার বাইরে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কাজ করানো যাবেনা।
৫. অভিজ্ঞতা পরিচালনার সময় যেখানে শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন হয়, শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যেন উপকরণ গুলো বিনামূল্যের, স্বল্পমূল্যের এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য (রিসাইকেল) উপাদান দিয়ে তৈরি হয়। প্রয়োজনে বিদ্যালয় এইসব শিক্ষা উপকরণের ব্যয়ভার বহন করবে।
৬. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

## ২০২৪ সালে অষ্টম শ্রেণির শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই নির্দেশকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন। ষষ্ঠ শ্রেণির এই বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ ( □ ○ △ ) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার নির্দেশকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা নির্ধারিত হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশক সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া প্রতি শিক্ষাবর্ষে একটি ষাণ্মাসিক এবং আরেকটি বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে।

প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি হবে। ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের রেকর্ড, পরবর্তী ৬ মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের রেকর্ডের সমন্বয়ে পরবর্তীতে বাৎসরিক একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা হবে।

### ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI (পরিশিষ্ট-১) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

**পরিশিষ্ট - ২** এ যোগ্যতা নং (কলাম - ১), শ্রেণিভিত্তিক একক যোগ্যতা (কলাম - ২), সংশ্লিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম (কলাম -৩), পি আই নং (কলাম -৪), পারদর্শিতার নির্দেশক /পিআই (কলাম -৫), পি আই এর মাত্রা অর্থাৎ শিখন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যে আচরণগুলো পর্যবেক্ষণ করে তাদের পারদর্শিতার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন (কলাম – ৬,৭,৮) এবং নির্দেশক অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপনের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম (কলাম -৯) সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সহজে যোগ্যতা, শিখন অভিজ্ঞতা এবং মাত্রা সহ পি আই ( PI) এর সম্পর্ক বুঝতে পারবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, কোন প্রমাণকের ভিত্তিতে দিতে হবে তা দেওয়া আছে।

**পরিশিষ্ট-৩** এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেওয়ার সুবিধার্থে একটি ফাঁকা ছক দেওয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ ( □ ○ △ ) এর নির্দেশকটি চিহ্নিত করবেন। মনে রাখবেন, শুধুমাত্র শিক্ষকের রেকর্ড রাখার সুবিধার্থে এই চিহ্নগুলো ঠিক করা

হয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

- ✓ ছকে ইনপুট দেওয়া হয়ে গেলে আপনি পরবর্তীতে যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে (অভিজ্ঞতা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে) এই ছক থেকে শিক্ষার্থীর তথ্য ‘নৈপুণ্য’ অ্যাপস এ ইনপুট দিবেন।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আপনি যেসকল প্রমাণকের সাহায্যে পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলো শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

#### খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৪ সালের বছরের মাঝামাঝিতে বিষয়ের ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও বছরের শেষে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

#### গ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করণীয়

যদি কোনো অভিজ্ঞতা চলাকালীন কোনো শিক্ষার্থী আংশিক সময় বা পুরোটা সময় বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে তাহলে ঐ শিক্ষার্থীকে ঐ যোগ্যতাটি অর্জন কারনোর জন্য পরবর্তীতে এনসিটিবির নির্দেশনা অনুযায়ী নিরাময়মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, যা পরবর্তীতে দেওয়া হবে।

#### ঘ) আচরণিক নির্দেশক

আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা পরিশিষ্ট ৫ এ দেওয়া আছে। শিক্ষক বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করবেন। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে। আচরণিক নির্দেশকগুলোতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা শিক্ষক বছরে শুধুমাত্র দুইবার ইনপুট দিবেন। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় একবার এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় একবার।

#### ঙ) শিক্ষার্থীর সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

**পরিশিষ্ট-৪** এ ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেওয়া আছে যেখানে কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে অর্জনের মাত্রা বিবেচনা করে চিহ্নিত করা হবে। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে সামষ্টিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে এই

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও সামষ্টিক (ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক) মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টে শিক্ষার্থীর অর্জন পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা চিহ্নিত করে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও সামষ্টিক (ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক) মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে -

- যদি সেই পারদর্শিতার নির্দেশকে ত্রিভুজ (  $\Delta$  ) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দেশকে সেই মাত্রাটি চিহ্নিত করা হবে।
- যদি কোনোবারই পারদর্শিতার নির্দেশকের ত্রিভুজ (  $\Delta$  ) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (  $\circ$  ) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা তা দেখতে হবে; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে চিহ্নিত করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ (  $\square$  ) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন চিহ্নিত করা হবে।

#### ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্র্যের জন্য মর্যাদাহানীকর কোনো কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন: নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোনো শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোনো শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমতো উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরনের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

#### ছ) মূল্যায়নে অ্যাপসের ব্যবহার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুসারে ২০২৪ সালে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ের শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষকগণ “নৈপুণ্য” অ্যাপটি ব্যবহার করে সম্পন্ন করবেন। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সহায়তায় শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের পারদর্শিতার নির্দেশক অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে রয়েছে সেই তথ্য বিষয় শিক্ষকবৃন্দ ইনপুট দিলে শিক্ষার্থীর জন্য স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করে দিবে এই ‘নৈপুণ্য’ অ্যাপ।

## পরিশিষ্ট ১

অষ্টম শ্রেণির শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI)

যোগ্যতা নং	যোগ্যতা	পি আই নং	পারদর্শিতার নির্দেশক (পি আই)	মাত্রা		
				□	○	△
০৮.০৮.০১	সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজেকে ঝুঁকিমুক্ত রেখে দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করতে পারা।	০৮.০৮.০১.০১	অন্যকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	অন্যকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে উৎসাহ দিচ্ছে	অন্যকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে নির্দেশনা দিচ্ছে	অন্যকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে সহায়তা করছে।
		০৮.০৮.০১.০২	অন্যকে নিরাপদ রাখতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	অন্যকে নিরাপদ থাকতে সচেতন করছে।	অন্যকে নিরাপদ থাকতে নির্দেশনা দিচ্ছে	অন্যকে নিরাপদ থাকতে সহায়তা করছে।
		০৮.০৮.০১.০৩	বিভিন্ন কাজে অন্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছে।	বিভিন্ন কাজে অন্যকে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে	বিভিন্ন কাজে অন্যের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করছে	বিভিন্ন কাজে অন্যের অংশগ্রহণে সহায়তা করছে
		০৮.০৮.০১.০৪	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখছে	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সাধারণ আচরণগুলো পালন করছে	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় আচরণগুলো সঠিকভাবে নিয়মিত চর্চা করছে
		০৮.০৮.০১.০৫	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে অন্যকে মুক্ত রাখতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে অন্যকে সচেতন করছে।	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে অন্যকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছে।	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে অন্যকে মুক্ত থাকতে সহায়তা করছে।

০৮.০৮.০২	বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নির্ণয় ও অনুধাবন করে পরিবর্তনের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।	০৮.০৮.০২.০১	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যের সংগে আলোচনা করছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যকে পরামর্শ দিচ্ছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখছে।
		০৮.০৮.০২.০২	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় অন্যকে সম্পৃক্ত করছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় নিজেরা মিলে যৌথ উদ্যোগ নিচ্ছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় পরিবার ও স্থানীয় সেবা কেন্দ্রসমূহকে সম্পৃক্ত করছে।
		০৮.০৮.০২.০৩	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যের সংগে আলোচনা করছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যকে পরামর্শ দিচ্ছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখছে।
		০৮.০৮.০২.০৪	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় অন্যকে সম্পৃক্ত করছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় নিজেরা মিলে যৌথ উদ্যোগ নিচ্ছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় পরিবার ও স্থানীয় সেবা কেন্দ্রসমূহকে সম্পৃক্ত করছে।
০৮.০৮.০৩	পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজের ও অন্যের চিন্তা ও আচরণের যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে পরিস্থিতির সাথে ইতিবাচকভাবে খাপ খাওয়াতে যৌক্তিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ	০৮.০৮.০৩.০১	পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজের আচরণে পরিবর্তন আনছে।	পরিস্থিতি পরিবর্তনের সংগে সংগে নিজের আচরণের পরিবর্তন করছে।	পরিস্থিতির সংগে নিজের আচরণ মেলানোর চেষ্টা করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নিজের আচরণ যৌক্তিকভাবে পরিবর্তন করছে।
		০৮.০৮.০৩.০২	পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যের আচরণ বিবেচনায় নিচ্ছে।	কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যের আচরণ পর্যবেক্ষণ করছে	কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন জনের আচরণ দেখে নিজের আচরণ পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে।	কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যের আচরণ বিবেচনায় নিয়ে নিজের আচরণ পরিবর্তন করছে।



	করতে পারা ও প্রয়োজনে সহযোগিতা চাইতে পারা।	০৮.০৮.০৩.০৩	পরিস্থিতি বিবেচনায় যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	পরিস্থিতি পরিবর্তনের সংগে সংগে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছে।	পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করছে।	পরিস্থিতিতে বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
		০৮.০৮.০৩.০৪	প্রয়োজনে সহায়তা চাইছে।	প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কারো সহযোগিতা চাইছে।	প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে সহায়তা চাইছে।	প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা চাইছে।
০৮.০৮.০৪	সফলতা ও ব্যর্থতা মেনে নিয়ে আত্ম- বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যকারণ অনুধাবন করে ব্যবস্থা নিতে পারা এবং অপ্রত্যাশিত অনুভূতি মোকাবিলায় ইতিবাচক কৌশল প্রয়োগে আগ্রহী হওয়া।	০৮.০৮.০৪.০১	সফলতার যৌক্তিক উদযাপন করছে।	কাজে সফলতার আনন্দ উদযাপন করছে।	কাজে সফলতার আনন্দ উদযাপনের সময় অন্যদের অনুভূতির প্রতি সচেতন থাকছে।	কাজে সফলতার আনন্দ উদযাপনের সময় নিজের বা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর আচরণ বর্জন করছে।
		০৮.০৮.০৪.০২	ব্যর্থতাকে সহজভাবে গ্রহণ করছে।	কোনো কাজে ব্যর্থ হলে অন্যকে বা নিজেকে দোষারোপ করছে না।	কোনো কাজে ব্যর্থ হলে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের দক্ষতার ঘাটতি কোথায় তা বলতে পারছে।	নিজের অস্বস্তিকর অনুভূতি ইতিবাচকভাবে ব্যবস্থাপনা করে দক্ষতার উন্নয়নে কাজ করছে।
		০৮.০৮.০৪.০৩	যে কোনো ফলাফলের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করছে।	যে কোনো ফলাফলের কারণ খোজার চেষ্টা করছে।	যে কোনো ফলাফলে নিজের ভূমিকা খোজার চেষ্টা করছে	যে কোনো ফলাফলের একের অধিক কারণ বের করতে পারছে।
		০৮.০৮.০৪.০৪	উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে।	উদ্ভূত বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখছে।	উদ্ভূত বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তা চাইছে।	উদ্ভূত বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তা করছে।
০৮.০৮.০৫	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যোগাযোগের ক্ষেত্রে	০৮.০৮.০৫.০১	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগাযোগ করছে।	নিজের প্রয়োজনে অন্যের সংগে যোগাযোগ করছে।	নিজের ও অন্যদের প্রয়োজনে উদ্যোগ নিয়ে যোগাযোগ করছে।	প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের উদ্যোগে অন্যদের সম্পৃক্ত করে যোগাযোগ করছে।

	চাপমুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত থেকে এবং ভিন্নমতকে সম্মান করে নিজের দ্বিমত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারা ও অন্যকেও তা করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।	০৮.০৮.০৫.০২	নিজের দ্বিমত যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করছে।	কোনো বিষয়ে একমত না হলে তা অন্যদেরকে জানাচ্ছে।	কোনো বিষয়ে একমত না হলে, কেন একমত না তা অন্যদেরকে জানাচ্ছে।	কোনো বিষয়ে একমত না হলে তার কারণসহ নিজের মত অন্যদেরকে জানাচ্ছে।
		০৮.০৮.০৫.০৩	নিজের মতকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে।	কোনো বিষয়ে নিজের ভালোলাগা ও খারাপলাগা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।	কোনো বিষয়ে নিজের ভালোলাগা ও খারাপলাগা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় অন্যের অনুভূতি বিবেচনা করছে।	যে কোনো পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধার সাথে নিজের দৃঢ়মত প্রকাশ করছে।
		০৮.০৮.০৫.০৪	নিজের মত প্রকাশের সময় ভিন্নমতকে সম্মান করছে।	অন্যদের মত প্রকাশের সময় মনোযোগ দিয়ে শুনছে।	অন্যদের মতের যুক্তি গ্রহণ বা বর্জন করছে।	অন্যদের মতকে সম্মান করে নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছে।
		০৮.০৮.০৫.০৫	দৃঢ় মত প্রকাশে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে।	অন্যদের দৃঢ় মত প্রকাশে সুযোগ সৃষ্টি করছে।	অন্যদের দৃঢ় মত শুনে মত প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।	অন্যদের দৃঢ় মত শুনে নেতিবাচক মন্তব্য না করে নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছে।
০৮.০৬.০৬	পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা ও বিদ্যমান সেবাকাঠামো থেকে সহায়তা নিতে পারা।	০৮.০৮.০৬.০১	পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে।	পরিচিতজনের সাথে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলামেশা করছে।	ভিন্নতাকে বিবেচনায় রেখে অন্যদের সাথে মেলামেশায় করছে।	বিভিন্ন সম্পর্ক রক্ষায় নিজে ইতিবাচক উদ্যোগ নিচ্ছে।
		০৮.০৮.০৬.০২	পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরিতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	পরিচিত পরিবেশে অপেক্ষাকৃত নতুনদের সংগে মত বিনিময় করছে।	পছন্দ অনুযায়ী নতুন পরিচিতদের সংগে যোগাযোগ রক্ষার উদ্যোগ নিচ্ছে।	পছন্দ অনুযায়ী নতুন পরিচিতদের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ করছে।
		০৮.০৮.০৬.০৩	পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় চাপ ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ নিচ্ছে।	পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় মানসিক চাপ বোধ করলে বিশ্বস্ত কারো সাথে তা শেয়ার করছে।	মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বস্ত কারো সহযোগিতা নিচ্ছে।	নিজেকে দোষারোপ না করে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানে কাজ করছে।

		০৮.০৮.০৬.০৪	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ নিচ্ছে।	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনে অন্যের কাছে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করছে।	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য নিজে কী করতে পারে তা প্রকাশ করছে।	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য অন্যদের কাছে কী আশা করছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।
		০৮.০৮.০৬.০৫	দ্বন্দ্ব নিরসনে সংবেদনশীল আচরণ করছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে ইতিবাচক ভাষা ব্যবহার করছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে অন্যের মতামত গুরুত্ব দিয়ে শুনছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে অন্যের যৌক্তিক মতামত গ্রহণ করছে।
		০৮.০৮.০৬.০৬	প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে সহায়তা চাইছে।	সমস্যা সমাধানে কাছের মানুষদের সংগে আলোচনা করছে।	সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বস্ত কারো সহায়তা চাইছে।	সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বস্ত সেবা কাঠামোর সহায়তা চাইছে।



		8) রোগ ব্যাপিকে সঠিকভাবে জানি সুস্থ থাকার নিয়ম মানি						অনদের উদ্বুদ্ধ করি ছক সংশ্লিষ্ট কাজগেলোর মাধ্যমে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী, টিকা দ্বারা প্রতিরোধ করা যায় না এমন রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠনে উদ্বুদ্ধকরণের রেকর্ড
	০৮.০৮.০১.০৩	বিভিন্ন কাজে অন্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছে।	বিভিন্ন কাজে অন্যকে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে	বিভিন্ন কাজে অন্যের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করছে	বিভিন্ন কাজে অন্যের অংশগ্রহণে সহায়তা করছে	যোগ্যতা ১ সংশ্লিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার কার্যক্রমে সহপাঠী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উদ্যোগ পর্যবেক্ষণ		
	০৮.০৮.০১.০৪	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখছে	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সাধারণ আচরণগুলো পালন করছে	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় আচরণগুলো সঠিকভাবে নিয়মিত চর্চা করছে	<b>নিরাপদ খাবার নিরাপদ জীবন</b> – শিখন অভিজ্ঞতায় ● ‘খাদ্য অপচয় রোধ করার উপায়’ ছকের কাজ (পৃ: ১৯) <b>শারীরিক ফিটনেস</b> – শিখন অভিজ্ঞতায় ● ‘শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখতে প্রতিদিন আমি যা যা করব’ ছকের কাজ		
	০৮.০৮.০১.০৫	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে অন্যকে মুক্ত রাখতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে অন্যকে সচেতন করছে।	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে অন্যকে প্রয়োজনীয়	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে অন্যকে মুক্ত থাকতে সহায়তা করছে।	<b>নিরাপদ খাবার নিরাপদ জীবন</b> – শিখন অভিজ্ঞতায় ● ‘নিরাপদ খাদ্য নিয়ে আমাদের তৈরি করা স্লোগান (পৃ: ২১)		

						নির্দেশনা দিয়ে।		<ul style="list-style-type: none"> <li>খাদ্য নিরাপদ রাখতে পরিবারের কাজে আমার অংশগ্রহণ ও সচেতনতায় আমার পরিকল্পনা হকের কাজ (পৃ: ২২)</li> <li>খাদ্য নিরাপদ রাখা ও অপচয় রোধ করার কৌশল চর্চার রেকর্ড</li> </ul> <b>শারীরিক ফিটনেস – শিখন</b> অভিজ্ঞতায় <ul style="list-style-type: none"> <li>ভালো থাকা ক্লাবে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত কাজে যুক্ত থাকার পরিকল্পনা ও কাজের রেকর্ড (পৃ: ৫১.৫৪)</li> </ul>
০৮.০৮.০২	বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নির্ণয় ও অনুধাবন করে পরিবর্তনের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।	কৈশোরের কথামালা	০৮.০৮.০২.০১	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যের সংগে আলোচনা করছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যকে পরামর্শ দিচ্ছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>সেশন-১ ও ২ এ বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নির্ণয় করার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ</li> <li>সেশন ৩ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশল ও পরিকল্পনা (পৃ: ৮০,৮১)</li> <li>বর্ণিলের চিঠির উত্তর লেখা (পৃ: ৮২)</li> <li>সমবয়সী একজনকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহযোগিতার রেকর্ড (পৃ: ৮৩)</li> </ul>
			০৮.০৮.০২.০২	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় অন্যকে সম্পৃক্ত করছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় নিজেরা মিলে যৌথ উদ্যোগ নিচ্ছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় পরিবার ও স্থানীয় সেবা কেন্দ্রসমূহকে সম্পৃক্ত করছে।	

			০৮.০৮.০২.০৩	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যের সংগে আলোচনা করছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যকে পরামর্শ দিচ্ছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার রেকর্ড (পৃ: ৮৪)</li> </ul> <p>বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ ব্যবস্থাপনাও উদ্বুদ্ধকরণ ছকের কাজ ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড (পৃ:৮৬)</p>
			০৮.০৮.০২.০৪	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় অন্যকে সম্পৃক্ত করছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় নিজেরা মিলে যৌথ উদ্যোগ নিচ্ছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় পরিবার ও স্থানীয় সেবা কেন্দ্রসমূহকে সম্পৃক্ত করছে।	
০৮.০৮.০৩	পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজের ও অন্যের চিন্তা ও আচরণের যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে পরিস্থিতির সাথে ইতিবাচকভাবে খাপ খাওয়াতে যৌক্তিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে	আমার আত্মবিশ্বাস আমার পাথেয় (একই শিখন অভিজ্ঞতায় পর পর ২টি যোগ্যতা রয়েছে)	০৮.০৮.০৩.০১	পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজের আচরণে পরিবর্তন আনছে।	পরিস্থিতি পরিবর্তনের সংগে সংগে নিজের আচরণের পরিবর্তন করছে।	পরিস্থিতির সংগে নিজের আচরণ মেলানোর চেষ্টা করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নিজের আচরণ যৌক্তিকভাবে পরিবর্তন করছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>আমার মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা কৌশল বক্তার কাজ (পৃ ৬৫)</li> <li>আমার ব্যক্তিগত চর্চা ও অভিজ্ঞতা ছকের রেকর্ড (পৃ: ৬৮)</li> </ul>
			০৮.০৮.০৩.০২	পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যের আচরণ বিবেচনায় নিচ্ছে।	কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যের আচরণ পর্যবেক্ষণ করছে	কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন জনের আচরণ দেখে নিজের আচরণ পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে।	কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যের আচরণ বিবেচনায় নিয়ে নিজের আচরণ পরিবর্তন করছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা ছকে পরিকল্পনার আলোকে নিজের কাজের রেকর্ড (পৃ:৭০)</li> <li>আমার সংবেদনশীল আচরণ (পৃ: ৬৭)</li> </ul>

	পারা ও প্রয়োজনে সহযোগিতা চাইতে পারা।		০৮.০৮.০৩.০৩	পরিস্থিতি বিবেচনায় যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছে।	পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করছে।	পরিস্থিতিতে বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।	
			০৮.০৮.০৩.০৪	প্রয়োজনে সহায়তা চাইছে।	প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কারো সহযোগিতা চাইছে।	প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে সহায়তা চাইছে।	প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা চাইছে।	
০৮.০৮.০৪	সফলতা ও ব্যর্থতা মেনে নিয়ে আত্ম- বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যকারণ অনুধাবন করে ব্যবস্থা নিতে পারা এবং অপ্রত্যাশিত অনুভূতি মোকাবেলায় ইতিবাচক কৌশল	আমার আত্মবিশ্বাস আমার পাথেয়	০৮.০৮.০৪.০১	সফলতার যৌক্তিক উদযাপন করছে।	কাজে সফলতার আনন্দ উদযাপন করছে।	কাজে সফলতার আনন্দ উদযাপনের সময় অন্যদের অনুভূতির প্রতি সচেতন থাকছে।	কাজে সফলতার আনন্দ উদযাপনের সময় নিজের বা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর আচরণ বর্জন করছে।	আমার আত্মবিশ্বাস আমার পাথেয় – শিখন অভিজ্ঞতায় ০৮.০৮.০৩ যোগ্যতার কার্যক্রমের মাধ্য এই যোগ্যতার পি আইগুলেঅ মূল্যায়ন করতে হবে।
			০৮.০৮.০৪.০২	ব্যর্থতাকে সহজভাবে গ্রহণ করছে।	কোনো কাজে ব্যর্থ হলে অন্যকে বা নিজেকে দোষারোপ করছে না।	কোনো কাজে ব্যর্থ হলে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের দক্ষতার ঘাটতি কোথায় তা বলতে পারছে।	নিজের অস্বস্তিকর অনুভূতি ইতিবাচকভাবে ব্যবস্থাপনা করে দক্ষতার উন্নয়নে কাজ করছে।	



	প্রয়োগে আগ্রহী হওয়া।		০৮.০৮.০৪.০৩	যে কোনো ফলাফলের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করছে।	যে কোনো ফলাফলের কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে।	যে কোনো ফলাফলে নিজের ভূমিকা খোঁজার চেষ্টা করছে	যে কোনো ফলাফলের একের অধিক কারণ বের করতে পারছে।	
			০৮.০৮.০৪.০৪	উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে।	উদ্ভূত বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখছে।	উদ্ভূত বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা চাইছে।	উদ্ভূত বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করছে।	
০৮.০৮.০৫	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যোগাযোগের ক্ষেত্রে চাপমুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত থেকে এবং ভিন্নমতকে সম্মান করে নিজের দ্বিমত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারা ও অন্যকেও তা করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।	আত্মপ্রত্যয়ী হই যোগাযোগে	০৮.০৮.০৫.০১	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগাযোগ করছে।	নিজের প্রয়োজনে অন্যের সংগে যোগাযোগ করছে।	নিজের ও অন্যদের প্রয়োজনে উদ্যোগ নিয়ে যোগাযোগ করছে।	প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের উদ্যোগে অন্যদের সম্পৃক্ত করে যোগাযোগ করছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>আমার প্রত্যাশা পূরণে আমার যোগাযোগ – হকের কাজ</li> <li>ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে যৌক্তিক ও দৃঢ় যোগাযোগের প্রকাশ এবং এর মূল্যায়ন (পৃ: ১১১)</li> <li>‘দৈনন্দিন জীবনে আত্মপ্রত্যয়ী যোগাযোগের (assertive communication) চর্চা এবং উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত আমার কাজ’ হকের ব্যক্তিগত রেকর্ড (পৃ:১০৯)</li> </ul>
			০৮.০৮.০৫.০২	নিজের দ্বিমত যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করছে।	কোনো বিষয়ে একমত না হলে তা অন্যদেরকে জানাচ্ছে।	কোনো বিষয়ে একমত না হলে, কেন একমত না তা অন্যদেরকে জানাচ্ছে।	কোনো বিষয়ে একমত না হলে তার কারণসহ নিজের মত অন্যদেরকে জানাচ্ছে।	
			০৮.০৮.০৫.০৩	নিজের মতকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে।	কোনো বিষয়ে নিজের ভালোলাগা ও খারাপলাগা	কোনো বিষয়ে নিজের ভালোলাগা ও খারাপলাগা	যে কোনো পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধার সাথে	

					স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।	স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় অন্যের অনুভূতি বিবেচনা করছে।	নিজের দৃঢ়মত প্রকাশ করছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>ব্যক্তিগত ডায়েরিতে সংশ্লিষ্ট কাজের রেকর্ড</li> </ul>
			০৮.০৮.০৫.০৪	নিজের মত প্রকাশের সময় ভিন্নমতকে সম্মান করছে।	অন্যদের মত প্রকাশের সময় মনোযোগ দিয়ে শুনছে।	অন্যদের মতের যুক্তি গ্রহণ বা বর্জন করছে।	অন্যদের মতকে সম্মান করে নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছে।	
			০৮.০৮.০৫.০৫	দৃঢ় মত প্রকাশে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে।	অন্যদের দৃঢ় মত প্রকাশে সুযোগ সৃষ্টি করছে।	অন্যদের দৃঢ় মত শুনে মত প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।	অন্যদের দৃঢ় মত শুনে নেতিবাচক মন্তব্য না করে নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছে।	
০৮.০৮.০৬	পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চাপ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনা করে দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগী হওয়া, সংবেদনশীল আচরণ করতে পারা এবং নির্ভরযোগ্য	দ্বন্দ্বের সঞ্জো করি সন্ধি	০৮.০৮.০৬.০১	পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে।	পরিচিতজনের সাথে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলামেশা করছে।	ভিন্নতাকে বিবেচনায় রেখে অন্যদের সাথে মেলামেশায় করছে।	বিভিন্ন সম্পর্ক রক্ষায় নিজে ইতিবাচক উদ্যোগ নিচ্ছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার পদক্ষেপ ও অভিজ্ঞতা ছকের কাজ</li> <li>ব্যক্তি ডায়েরির অভিজ্ঞতা ও রেকর্ড</li> </ul>
			০৮.০৮.০৬.০২	পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরিতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	পরিচিত পরিবেশে অপেক্ষাকৃত নতুনদের সংগে মত বিনিময় করছে।	পছন্দ অনুযায়ী নতুন পরিচিতদের সংগে যোগাযোগ	পছন্দ অনুযায়ী নতুন পরিচিতদের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ করছে।	

ব্যক্তির সেবার সহায়তা নিতে পারা।				রক্ষার উদ্যোগ নিচ্ছে।		
	০৮.০৮.০৬.০৩	পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় চাপ ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ নিচ্ছে ।	পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় মানসিক চাপ বোধ করলে বিশ্বস্ত কারো সাথে তা শেয়ার করছে।	মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বস্ত কারো সহযোগিতা নিচ্ছে।	নিজেকে দোষারোপ না করে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানে কাজ করছে।	আমার দ্বন্দ্ব সমাধান কৌশল (পৃ:১১৯) দ্বন্দ্ব ব্যবস্থার কৌশল চর্চা (পৃ:১২৯)
	০৮.০৮.০৬.০৪	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ নিচ্ছে ।	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনে অন্যের কাছে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করছে।	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য নিজে কী করতে পারে তা প্রকাশ করছে।	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য অন্যদের কাছে কী আশা করছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।	
	০৮.০৮.০৬.০৫	দ্বন্দ্ব নিরসনে সংবেদনশীল আচরণ করছে ।	দ্বন্দ্ব নিরসনে ইতিবাচক ভাষা ব্যবহার করছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে অন্যের মতামত গুরুত্ব দিয়ে শুনছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে অন্যের যৌক্তিক মতামত গ্রহণ করছে।	
০৮.০৮.০৬.০৬	প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে সহায়তা চাইছে।	সমস্যা সমাধানে কাছের মানুষদের সংগে আলোচনা করছে।	সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বস্ত কারো সহায়তা চাইছে।	সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বস্ত সেবা কাঠামোর সহায়তা চাইছে		



## পরিশিষ্ট ৪

সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম :			
শিক্ষার্থীর আইডি :	শ্রেণি : অষ্টম	বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা				
পারদর্শিতার নির্দেশক নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
০৮.০৮.০১.০১	অন্যকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	অন্যকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে উৎসাহ দিচ্ছে	অন্যকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে নির্দেশনা দিচ্ছে	অন্যকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে সহায়তা করছে।
০৮.০৮.০১.০২	অন্যকে নিরাপদ রাখতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	অন্যকে নিরাপদ থাকতে সচেতন করছে।	অন্যকে নিরাপদ থাকতে নির্দেশনা দিচ্ছে	অন্যকে নিরাপদ থাকতে সহায়তা করছে।
০৮.০৮.০১.০৩	বিভিন্ন কাজে অন্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছে।	বিভিন্ন কাজে অন্যকে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে	বিভিন্ন কাজে অন্যের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করছে	বিভিন্ন কাজে অন্যের অংশগ্রহণে সহায়তা করছে
০৮.০৮.০১.০৪	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখছে	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সাধারণ আচরণগুলো পালন করছে	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় আচরণগুলো সঠিকভাবে নিয়মিত চর্চা করছে
০৮.০৮.০১.০৫	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ থেকে অন্যকে মুক্ত রাখতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে অন্যকে সচেতন করছে।	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে অন্যকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছে।	দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে অন্যকে মুক্ত থাকতে সহায়তা করছে।
০৮.০৮.০২.০১				

	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যকে পরামর্শ দিচ্ছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখছে।
০৮.০৮.০২.০২	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় অন্যকে সম্পৃক্ত করছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় নিজেরা মিলে যৌথ উদ্যোগ নিচ্ছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করছে।	শারীরিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় পরিবার ও স্থানীয় সেবা কেন্দ্রসমূহকে সম্পৃক্ত করছে।
০৮.০৮.০২.০৩	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অন্যকে পরামর্শ দিচ্ছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখছে।
০৮.০৮.০২.০৪	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় অন্যকে সম্পৃক্ত করছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় নিজেরা মিলে যৌথ উদ্যোগ নিচ্ছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করছে।	মানসিক পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় পরিবার ও স্থানীয় সেবা কেন্দ্রসমূহকে সম্পৃক্ত করছে।
০৮.০৮.০৩.০১	পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজের আচরণে পরিবর্তন আনছে।	পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আচরণের পরিবর্তন করছে।	পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের আচরণ মেলানোর চেষ্টা করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজে নিজের আচরণ যৌক্তিকভাবে পরিবর্তন করছে।
০৮.০৮.০৩.০২	পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যের আচরণ বিবেচনায় নিচ্ছে।	কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যের আচরণ পর্যবেক্ষণ করছে	কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন জনের আচরণ দেখে নিজের আচরণ পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে।	কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যের আচরণ বিবেচনায় নিজে নিজের আচরণ পরিবর্তন করছে।
০৮.০৮.০৩.০৩	পরিস্থিতি বিবেচনায় যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছে।	পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করছে।	পরিস্থিতিতে বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
০৮.০৮.০৩.০৪	প্রয়োজনে সহায়তা চাইছে।	প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কারো সহযোগিতা চাইছে।	প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে সহায়তা চাইছে।	প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা চাইছে।

০৮.০৮.০৪.০১	সফলতার যৌক্তিক উদযাপন করছে।			
		কাজে সফলতার আনন্দ উদযাপন করছে।	কাজে সফলতার আনন্দ উদযাপনের সময় অন্যদের অনুভূতির প্রতি সচেতন থাকছে।	কাজে সফলতার আনন্দ উদযাপনের সময় নিজের বা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর আচরণ বর্জন করছে।
০৮.০৮.০৪.০২	ব্যর্থতা সহজভাবে গ্রহণ করছে।			
		কোনো কাজে ব্যর্থ হলে অন্যকে বা নিজেকে দোষারোপ করছে না।	কোনো কাজে ব্যর্থ হলে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের দক্ষতার ঘাটতি কোথায় তা বলতে পারছে।	নিজের অস্বস্তিকর অনুভূতি ইতিবাচকভাবে ব্যবস্থাপনা করে দক্ষতার উন্নয়নে কাজ করছে।
০৮.০৮.০৪.০৩	যে কোনো ফলাফলের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করছে।			
		যে কোনো ফলাফলের কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে।	যে কোনো ফলাফলে নিজের ভূমিকা খোঁজার চেষ্টা করছে	যে কোনো ফলাফলের একের অধিক কারণ বের করতে পারছে।
০৮.০৮.০৪.০৪	উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে।			
		উদ্ভূত বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখছে।	উদ্ভূত বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তা চাইছে।	উদ্ভূত বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তা করছে।
০৮.০৮.০৫.০১	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগাযোগ করছে			
		নিজের প্রয়োজনে অন্যের সংগে যোগাযোগ করছে।	নিজের ও অন্যদের প্রয়োজনে উদ্যোগ নিয়ে যোগাযোগ করছে।	প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের উদ্যোগে অন্যদের সম্পৃক্ত করে যোগাযোগ করছে।
০৮.০৮.০৫.০২	নিজের দ্বিমত যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করছে			
		কোনো বিষয়ে একমত না হলে তা অন্যদেরকে জানাচ্ছে।	কোনো বিষয়ে একমত না হলে, কেন একমত না তা অন্যদেরকে জানাচ্ছে।	কোনো বিষয়ে একমত না হলে তার কারণসহ নিজের মত অন্যদেরকে জানাচ্ছে।
০৮.০৮.০৫.০৩	নিজের মতকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে			
		কোনো বিষয়ে নিজের ভালোলাগা ও খারাপলাগা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।	কোনো বিষয়ে নিজের ভালোলাগা ও খারাপলাগা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় অন্যের অনুভূতি বিবেচনা করছে।	যে কোনো পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধার সাথে নিজের দৃঢ়মত প্রকাশ করছে।
০৮.০৮.০৫.০৪	নিজের মত প্রকাশের সময় ভিন্নমতকে সম্মান করছে			
		অন্যদের মত প্রকাশের সময় মনোযোগ দিয়ে শুনছে।	অন্যদের মতের যুক্তি গ্রহণ বা বর্জন করছে।	অন্যদের মতকে সম্মান করে নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছে।

০৮.০৮.০৫.০৫	দৃঢ় মত প্রকাশে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে	অন্যদের দৃঢ় মত প্রকাশে সুযোগ সৃষ্টি করছে।	অন্যদের দৃঢ় মত শুনে মত প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।	অন্যদের দৃঢ় মত শুনে নেতিবাচক মন্তব্য না করে নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছে।
০৮.০৬.০৬.০১	পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে।	পরিচিতজনের সাথে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলামেশা করছে।	ভিন্নতাকে বিবেচনায় রেখে অন্যদের সাথে মেলামেশায় করছে।	বিভিন্ন সম্পর্ক রক্ষায় নিজে ইতিবাচক উদ্যোগ নিচ্ছে।
০৮.০৬.০৬.০২	পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরিতে উদ্যোগ নিচ্ছে।	পরিচিত পরিবেশে অপেক্ষাকৃত নতুনদের সঙ্গে মত বিনিময় করছে।	পছন্দ অনুযায়ী নতুন পরিচিতদের সংগে যোগাযোগ রক্ষার উদ্যোগ নিচ্ছে।	পছন্দ অনুযায়ী নতুন পরিচিতদের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ করছে।
০৮.০৬.০৬.০৩	পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় চাপ ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ নিচ্ছে।	পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় মানসিক চাপ বোধ করলে বিশ্বস্ত কারো সাথে তা শেয়ার করছে।	মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বস্ত কারো সহযোগিতা নিচ্ছে।	নিজেকে দোষারোপ না করে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানে কাজ করছে।
০৮.০৮.০৬.০৪	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ নিচ্ছে।	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনে অন্যের কাছে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করছে।	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য নিজে কী করতে পারে তা প্রকাশ করছে।	পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য অন্যদের কাছে কী আশা করছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।
০৮.০৮.০৬.০৫	দ্বন্দ্ব নিরসনে সংবেদনশীল আচরণ করছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে ইতিবাচক ভাষা ব্যবহার করছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে অন্যের মতামত গুরুত্ব দিয়ে শুনছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে অন্যের যৌক্তিক মতামত গ্রহণ করছে।
০৮.০৮.০৬.০৬	প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে সহায়তা চাইছে।	সমস্যা সমাধানে কাছের মানুষদের সংগে আলোচনা করছে।	সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বস্ত কারো সহায়তা চাইছে।	সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বস্ত সেবা কাঠামোর সহায়তা চাইছে



## পরিশিষ্ট ৫

### আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক নির্দেশক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
১. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয়

		রয়েছে	দিচ্ছে
৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুলু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুলুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে
৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে